প্রথম আলো

তারিখ 07 APR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রুস্তম হত্যা

ছাত্রশিবির নেতাদের নামে ছাত্রলীগের মামলা, গ্রেপ্তার ২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা রুস্তম আলী আকন্দ হত্যার ঘটনায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতিসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ছাত্রলীগ। এ হত্যা মামলায় শিবিরের দুই নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

রুস্তম আলীর খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ছাত্রলীগের ডাকা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট গতকাল রোববারও অব্যাহত ছিল। পাশাপাশি সংগঠনটি একই দাবিতে গতকাল মানববন্ধন ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করে। এদিকে নেতাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে মিছিল করেছে ছাত্রশিবির।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল শাখা ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র রুস্তম আলী গত ওক্রবার দুপুরে হলে নিজ কক্ষে গুলিতে নিহত হন। ছাত্রলীগ এ হত্যার জন্য ছাত্রশিবিরকে দায়ী করছে। অন্যদিকে ছাত্রশিবির দাবি করেছে, ছাত্রলীগের অভ্যন্তরকোন্দলে রুস্তম খুন হয়েছেন।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, রুস্তম হত্যার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি মেহেদী হাসান গত শনিবার রাত সাড়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

ছাত্রশিবির নেতাদের নামে

শেষ পৃষ্ঠার পর

১০টার দিকে মতিহার থানায় মামলা করেন। মামলায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আশরাফুল আলম, মানবসম্পদ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন, সোহরাওয়ার্দী হল শাখার সভাপতি আশরাফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলামের নাম উল্লেখ করে আরও অজ্ঞাত তিন-চারজনকে আসামি করা হয়।

মতিহার থানার ওসি এ বি এম রেজাউল করিম মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, রুস্তম হত্যায় জড়িত অভিযোগে শনিবার রাতে শিবিরের ডাঁশমারী অঞ্চল শাখার অর্থ সম্পাদক ছানাউল্লাহ ও কর্মী খুরশেদ আলমকে আটক করে পুলিশ। গতকাল তাঁদের রুস্তম হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

ধর্মঘট অব্যাহত: রুস্তমের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ছাত্রলীগের ডাকা ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন গতকাল কোনো বিভাগে ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, সকাল ১০টায় আইন বিভাগের, দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষ ও অর্থনীতি বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বিভাগগুলোর পক্ষ থেকে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ নিলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তা বন্ধ করে দেন। শনিবার থেকে ধর্মঘট শুরু হয়েছে।

ধর্মঘট প্রসঙ্গে উপাচার্য মুহম্মদ মিজানউদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা ধর্মঘটের বিষয়ে ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা শনিবার ধর্মঘট পালন করে কর্মসূচি প্রত্যাহার করার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক তা না করে তারা ধর্মঘট অব্যাহত রেখেছে। আশা করছি, ছাত্রলীগ দ্রুততম সময়ের মধ্যে ধর্মঘট কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেবে।'

পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রুস্তমের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে মানববন্ধন করে ছাত্রলীগ। এতে বক্তরা খুনিদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। মানববন্ধন শেষে ছাত্রলীগের উদ্যোগে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়।

শিবিরের বিক্ষোভ: এদিকে নেতা-কর্মীদের নামে মামলার প্রতিবাদে সকাল সোয়া নয়টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল করে ছাত্রশিবির। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদক শোয়েব শাহরিয়ারের নেতৃত্বে কাজলা গেট থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়ক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে শিবিরের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে 'উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে' মামলা করার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। বক্তরা রুস্তম হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রকৃত খুনিদের বিচার দাবি করেন।